# ৩য় সিটিসেল—চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস ২০০৭

সানিয়া মাহমুদ

সুস্থ সঙ্গীত বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে ২০০৪ সালে প্রথম শুরু হয় সিটিসেল চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস। তারই ধারাবাহিকতায় তৃতীয়বারের মতো আবারো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। দেশের সঙ্গীতাঙ্গনে সুস্থ ধারার সঙ্গীত চর্চার প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সঙ্গীত জগতের নিবেদিত শিল্পী ও কলাকুশলীদের সম্মানতা প্রধান করাই এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য। এবার আজীবন সম্মাননা পদকসহ মোট ১৬টি ক্যাটাগরিতে শিল্পী ও কলাকুশলীদের পুরস্কার প্রদান করা হবে। প্রতিটি ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগীদের বাছাই করার জন্য রয়েছে আলাদা জুরী বোর্ড। এই প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ই অক্টোবর পর্যন্ত অডিও অ্যালবাম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের অসংখ্য সঙ্গীত শিল্পী এবং অডিও সিডি, অডিও ক্যাসেট, ও ভিসিটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে প্রায় ৭০০-এরও বেশি অ্যালবাম জমা পড়েছে। এই অ্যালবামগুলো থেকে সংগৃহীত হয়েছে প্রায় ৭৫০০-এরও বেশি গান। মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস-এর এই আয়োজনকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক বাছাইয়ের পূর্বেই অ্যালবামগুলোর উপরের কভার, ট্যাগ এবং শিল্পী পরিচিত তুলে ফেলে অ্যালবাম পরিচিতিকে গোপন করে প্রতিটি সিডিতে ট্যাগ নম্বর দেয়া হয়েছে। সিটিসেল-চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডস-এর বাছাই পর্ব তিন ভাগে বিভক্ত। প্রাথমিক বাছাইয়ের জন্য নির্বাচিত জুরী বোর্ডের সদস্যবৃন্দ ইতোমধ্যেই প্রাথমিক বাছাইয়ের কাজ শুরু করেছেন। এ বছর প্রথমবারের মতো সাধারণ শ্রোতা ও দর্শকদের মতামতের গুরুত্বের ভিত্তিতে এসএমএস (শর্ট মেসেজ সার্ভিস) ভোটিং-এর মাধ্যমে চারটি বিশেষ ক্যাটাগরিতে সিসিএমএ পপুলার অ্যাওয়ার্ডস বাই ভিউয়ারস চয়েস-২০০৭ ঘোষণা করা হবে। ক্যাটাগরিগুলো হচ্ছে— শ্রেষ্ঠ ব্যান্ড, শ্রেষ্ঠ মিউজিক ভিডিও, শ্রেষ্ঠ আধুনিক গান এবং শ্রেষ্ঠ সিনেমার গান। সিটিসেল-এর মার্কেটিং কমিউনিকেশনস্ এবং ব্রান্ডিং বিভাগ-এর জেনারেল ম্যানেজার সানিয়া মাহমুদ মনে করেন দেশের সঙ্গীত জগতে নিবেদিত কলাকুশলীদের সম্মাননা জানাতে সিটিসেল-এর এই উদ্যোগ একটি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ। ভবিষ্যতে সিটিসেল সুস্থ ধারার সঙ্গীতের বিকাশের এ ধরনের আরো অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

■ *রত্না রহিমা*